সাপ

সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শান্ত রাখুন, কামড়ানোর জায়গাটি স্থির করুন এবং অবিলম্বে এমন একটি হাসপাতালে নিয়ে যান যেখানে বিষ প্রতিরোধক চিকিৎসা পাওয়া যায়

বাসস্থান

খোলা স্থান, ঘাস যুক্ত ঝোপঝাড় এলাকা, কৃষি জমি, গাছের ফাঁপোর, বন এবং শহর সহ মানুষের আবাসস্থল

প্রজাতির সমৃদ্ধি

ভারতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়। ভারতে সাপ আইনত সুরক্ষিত

বড় ৪

বেশিরভাগ সাপ নিরীহ। বেশিরভাগ মৃত্যুর জন্য মাত্র চারটি সপের প্রজাতি দায়ী

সাধারণ কেউটে / স্পেক্টাকলেড কোবরা

নাজা নাজা
নিউরোটক্সিক বিষ

গাঢ় বাদামি থেকে কালো শরীরের রং, এর সাথে বড় আকারের সাপ। সতর্ক করা হলে, সাপ তার মাথা তোলে এবং প্রতিরক্ষায় তার ফনা ছড়িয়ে দেয়। পেছনের শরীরের খোলশ মসৃণ এবং ডিম্বাকৃতির হয়। হুড মার্কিং কিছু সাপের মধ্যে পরিষ্কার দর্শনীয় চিহ্ন থেকে কোন হুদ চিহ্ন পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়

- সন্ধ্যার সময় কার্যকলাপের মাত্রা বেশি থাকে
- সাধারণত কৃষি জমিতে পাওয়া যায়, শিকারের জন্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে
- কেউটে ফোস শব্দ এবং উত্থাপিত ফনা প্রদ্যুত প্রতিরক্ষামূলক এবং সতর্কতার সংকেত
- কামড় বেদনাদায়ক এবং কামরের স্থান ফুলে যেতে পারে, ক্ষত থেকে অবিরত রক্তপাত হতে পারে। রোগীর বমি হতে পারে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে এবং দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে
- বিষের কারণে অসারতা, শ্বাসযন্ত্র এবং হৃদযন্ত্রও বন্ধ হয়ে যেতে পারে

বর্ষাকালে বেশিরভাগ সাপের কামড় ঘটে যখন সাপগুলি তাদের প্লাবিত গর্ত থেকে ঘন ঘন বেরিয়ে আসে এবং ঘরবাড়ি আর কৃষি ক্ষেত্রে মানুষের মুখোমুখি হয়ে ওঠে

কমন ক্রাইট

বুঙ্গারাস সিরুলিয়াস
নিউরোটক্সিক বিষ

কালো বা নীলা কালো দেহের মাঝারি আকারের সাপ যার শরীরে পাতলা দুধ-সাদা ডোরা কাটা (প্রায়শই জোড়া থাকে)। ডোরাগলি ওপরের দিকে অনুপস্থিত হতে পারে। আশগুলি মসৃণ এবং মেরুদন্ডীও অঞ্চলে একটি ষড়ভূজাকার আশ উপস্থিত আছে

- রাতের বেলায় সক্রিয়
- পাথরে এলাকা, ফাটল, সিমেন্টের স্লাবের নিচে, পাতার আবর্জনায়, পিপড়ে ঢিপি, ইঁদুরের গর্ত পছন্দ করে এবং প্রায়ই বাড়ির ভেতরে গর্তে লুকিয়ে থাকে
- দিনের বেলায় বিরক্ত করলে এটি কুণ্ডলী করে এবং তার শরীরের নিচে মাথা লুকিয়ে রাখে। শুধুমাত্র চরম উত্তেজনার অধীনে কামড় দেয় তবে রাতে আক্রমণাত্মক, এবং সতর্কতা ছাড়াই কামড় দিতে পারে
- প্রায়শই মেঝেতে ঘুমানো লোকেদের কামড় দেয়। কামড়টি ব্যথা হীন এবং শক্তিশালী নিউরো টক্সিক বিষের কারণে শিকার ঘুমের মধ্যে মারা যেতে পারে
- পেটে ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, ঘাম, বমি এবং কথা বলতে অসুবিধে হওয়া কামড়ের সাধারণ লক্ষণ

রাসেল'স ভাইপার

ডাবোয়া রুসেলি
হেমোটক্সিক বিষ

রুক্ষ আশ দ্বারা আবৃত পুরু দেহযুক্ত মাটিতে বসবাসকারী সাপ। মাথা ত্রিভুজ আকার, চ্যাপ্টা এবং ঘাড় থেকে আলাদা। পৃষ্ঠীয়ভাবে রঙের নকশা গভীর হলুদ, হালকা খয়েরি বা বাদামি বর্ণ নিয়ে গঠিত যার তিনটি ধাপ গারো বাদামি ছুঁপে শরীরের নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। এই দাগের প্রত্যেকটির চারপাশে একটি কালো বলয় রয়েছে যার বাইরের সীমানাটি সাদা হলুদের একটি বলয় দিয়ে তীব্র হয়েছে

সদ্যজাতের সম্পূর্ণরূপে কার্যকারী বিষগ্রন্থি আছে; জন্মের পরপরই আঘাত করতে পারে

- রাতের শীতল আবহাওয়ায় সক্রিয়। এটি দিনের বেলাও সক্রিয় হতে পারে
- বেশিরভাগই খোলা ঘাস-যুক্ত এলাকায় পাওয়া যায়, এই প্রাণীটি বনে, বনভূমিতে এবং চাষের জমিতেও পাওয়া যেতে পারে
- তারা ধীর এবং অলস প্রদর্শিত হতে পারে। তারা সতর্ক করার জন্য প্রেসার কুকারের সিটির মতো শব্দ তৈরি করে
- আক্রমণাত্মকভাবে ছোবল দেয় এবং উন্মোচিত ফনাগুলি বিদ্যুৎ দ্রুত
- কামোর বেদনাদায়ক রক্তপাত ঘটায় কামড়ানো অঙ্গে ফোসকা পড়ে যায়, প্রায়ই হেমোটক্সিক বিষের ফলে মাড়ি এবং চোখ থেকে রক্তপাত ঘটায়

স-স্কেলড ভাইপার/ ইন্ডিয়ান স-স্কেলড ভাইপার

এচিশ ক্যারিনেটেস
হেমোটক্সিক বিষ

মাটিতে বসবাসকারী সাপ, যেটি রুক্ষ আশে ঢাকা এবং সাথে একটি ত্রিভুজ আকারের মাথা রয়েছে। শরীরের রং, ইট লাল থেকে ধুলো বাদামের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। মাথায় একটি তীর বা কাঁটা চিহ্ন 'X' উপস্থিত আছে

- রাতের সময় সক্রিয়, গোধূলিতে শিকার করে
- মরুভূমি, আধা-মরুভূমি, পূর্ণমোচী বনাঞ্চলে বাস করে, তৃণভূমি এবং ঝেপঝড়। দিনের বেলা পাথরের নিচে লুকোয়
- পাশ ঘুরে গতিবিধি, অঙ্গ চলার জন্য S-আকৃতিতে ভাঁজ করে
- যখন সতর্ক হয় তখন তারা একটানা পদ্ধতিতে ক্রমাগত শরীরের আশ ঘোষে আওয়াজ বের করে
- বিপদের মুখে পড়লে ক্ষিপ্রভাবে ও পরস্পর ছোবল দিতে থাকে কোন সতর্কতা ছাড়াই
- তীব্র ব্যথা, রক্তপাত, ফোসকা এবং কামড়ের জায়গায় ফুলে যাওয়া। এছাড়াও রক্তপাত ঘটায় মাড়ি এবং চোখ থেকে

বিষাক্ত সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবার অধীনে সময় মত বিষ প্রতিরোধক প্রয়োগই একমাত্র চিকিৎসা

তুমি কি জানো ?

- সাপ ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা প্রদান করে যা রোগ সৃষ্টিকারী এবং ফসলের ক্ষতিকারক ইঁদুরের থেকে রক্ষা করে
- সাপ মানুষের সাথে মুখোমুখি হওয়া এড়ায় এবং হুমকি বা দুর্ঘটনা বসত হামলা করলেই আক্রমণ করে
- কিছু বিষধর সাপ বিষ ছাড়াই কামড়ে দেয়, এই ধরনের কামড়কে 'শুকনো কামড়' বলা হয়
- সাপের দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি না থাকায় মানুষকে এড়িয়ে চলে
- প্রতি বছর ভারতে বিষধর সাপের কামড়ে প্রায় ৫০,০০০ মানুষের প্রাণ হারায়

- সাপ শিকার কে স্থির ও হজম করার জন্য বিষপ্রবিষ্ট করে। বিগ- ফোর সাপ ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীদের খায়
- সাপ তাদের কাঁটা জিহ্বা ব্যবহার করে তাদের স্বীকার এবং আশেপাশের অবস্থা বোঝে এবং বিশেষ করে তাদের শিকার কে চিহ্নিত করে
- জ্ঞানের অভাবে, সচেতনতার অভাবে ও ভয়ের কারণে নির্বিচারে সাপ মেরে ফেলা হয়
- বন ধ্বংস, সড়ক হত্যা এবং চামড়া ও মাংস শিকার সাপের জনসংখ্যার জন্য অন্যতম হুমকি
- ভয়ের কারণে নির্বিচারে সাপ হত্যাও বড় হুমকি

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
CEC Centre for Environment Communication Environment is First
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20 भारत 2023 INDIA